

The
Bangladesh Gazette



Extraordinary
Published by Authority

TUESDAY, AUGUST 11, 1981

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF LABOUR AND INDUSTRIAL WELFARE

Section XI

NOTIFICATION

Dacca, the 11th August, 1981

No. S.R.O. 260-L/81/S-XI/MWB-32/81/246.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 6 of the Minimum Wages Ordinance, 1961 (XXXIX of 1961), the Government is pleased to declare that the rates of wages specified in the Schedule below, being the minimum rates of wages as recommended by the Minimum Wages Board, Dacca for the various workers employed in road transport industrial undertakings, specified in the said Schedule, shall be the minimum rates of wages for such workers with effect from the 1st day of March, 1981.

THE SCHEDULE

"ক" পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ডারটেকিং-এর যাত্রীবাহী ও মালবাহী যানবাহনের শ্রেণী বিভাগ।

(১) মাল পরিবহন যান :

- (ক) শ্রেণী ৫ টন বা উর্ধে
- (খ) শ্রেণী ৩ টন কিন্তু ৫ টনের নীচে
- (গ) শ্রেণী ৩ টনের নীচে।

(4579)

Price : 50 Paise

(২) যাত্রী পরিবহন যানঃ

- (ক) শ্রেণী ৩৩ আসন এবং উর্ধ্বে
- (খ) শ্রেণী ২৫ আসন হইতে ৩২ পর্যন্ত
- (গ) শ্রেণী ১০ আসন হইতে ২৪ পর্যন্ত

“খ” পরিচ্ছেদ

‘ক’ বিভাগ

নিম্নতম মজুরী

শ্রমিক পদ ও শ্রেণী বিভাগ।

যাত্রীবাহী ও মালবাহী গড়ক যানবাহনের
শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী

	(১)(২) ক শ্রেণী (১)(২) খ শ্রেণী (১)(২) গ শ্রেণী		
	টাকা	টাকা	টাকা
১। দক্ষ ড্রাইভার	৮০০	৬৫০	৫৫০
২। আধা দক্ষ কন্ডাক্টর	৫২৫	৪৭৫	৪০০
৩। অদক্ষ হেল্পার	৪০০	৪০০	..

“খ” বিভাগ

ক্লাক/চেকার/সুপারভাইজার/কেশিয়র	৪৫০	৪৫০	৪৫০
পিয়ন/দারওয়ান, নাইটগার্ড।	৪০০	৪০০	৪০০

By order of the President

A. H. M. NOORUDDIN

Deputy Secretary.

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ রোড ট্রান্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ডারটেকিং শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত নিম্নতম মজুরী নির্ধারণকল্পে গঠিত বোর্ডের “রোড ট্রান্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ডারটেকিং শিল্প প্রতিষ্ঠান” সুপারিশ, ১৯৮১ এতদসঙ্গে হুবহু প্রকাশ করা হইল।

এ, এইচ, এম, নূরুদ্দীন

উপ-সচিব।

“রোড ট্রান্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ডারটেকিং শিল্প প্রতিষ্ঠান”।

সুপারিশ, ১৯৮১

১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশের (অধ্যাদেশ নং ৩৯) বিধান অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮ সনের ২০শে নভেম্বর রোড ট্রান্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ডারটেকিং শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ধার্যকল্পে সরকারী বিজ্ঞপ্তি নং এস,আর,ও, ৩০৩-এল/৭৮/এল এন ডিউ ছয়/২(৯)/৭৮ মোতাবেক বোর্ড গঠন করেন এবং বিজ্ঞপ্তি নং এস,আর,ও-৩০৪-এল/৭৮/এল এস ডিউ-ছয়/২/৯/৭৮ মোতাবেক প্রয়োজনীয় তদন্তক্রমে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ধার্যের সুপারিশ করিবার জন্য বাংলাদেশ নিম্নতম মজুরী বোর্ডকে নির্দেশ দেন।

বোর্ড ঢাকা ফুলবাড়িয়াসহ কেন্দ্রীয় টার্মিনাল পরিদর্শন এবং মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে সরেজমিনে পরিদর্শনের উপর মতামত বিনিময়ক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের কর্মবিস্থা, মজুরী রেজিস্টার, মালিকের মজুরী প্রদানের পদ্ধতি, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং অত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহের ব্যয়সমেত কতিপয় বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন।

বোর্ড খসড়া সুপারিশের উপর প্রাপ্ত আপত্তি/বক্তব্য ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে এবং মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে সর্বসম্মতভাবে ১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশের ৫ ধারা মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিতেছেনঃ—

- ১। বাংলাদেশের যাত্রীবাহী সড়ক যান ও মালবাহী সড়ক যানবাহনকে তাহাদের যাত্রী ও মাল পরিবহন ক্ষমতার ভিত্তিতে ক, খ, ও গ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় যাহা অগ্রসহ “ক” পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে।
- ২। সড়ক পরিবহন শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকদের জানামত পদ বা কাজ-সমূহকে তাহাদের কাজের পদ্ধতি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও যোগ্যতা, প্রশিক্ষণের তারতম্য, শারীরিক মেহনত ও কাজের ঝুঁকি ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে (১) দক্ষ, (২) আধা-দক্ষ (৩) অদক্ষ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হউক এবং খটায়কে গ্রেড-১ ও গ্রেড-২ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হউক যাহা অগ্রসহ “খ” পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে।
- ৩। এখন হইতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক “খ” পরিচ্ছেদে লিখিত শ্রমিকদের পদ-বিন্যাস অনুযায়ী যথাযথ পদে সম্মিলিত করিয়া মজুরী রেজিস্টারভুক্ত করিবেন।
- ৪। যদি কোন কারণে কোন পদ “খ” পরিচ্ছেদে লিখিত না হয় তবে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক অবশ্যই উক্ত পদ বা কাজের শ্রেণী নিধারণক্রমে এতদসংগে গ্রহিত “খ” পরিচ্ছেদে লিখিত নিম্নতম মজুরী প্রদান করিবেন এবং অন্যতীবলম্বে এই সংশোধনের বিষয় নিম্নতম মজুরী বোর্ডের চেয়ারম্যানকে জানাইবেন।
- ৫। যদি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোন শ্রমিক কন্ট্রোলরের মাধ্যমে নিয়োজিত হইয়া মজুরী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তবে সেই শ্রমিক ১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশের ২(৯) ধারা অনুযায়ী “শ্রমিক” বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত নিয়োগকারী কন্ট্রোলরও মালিকের ন্যায় উল্লিখিত ৪ নং সুপারিশ মোতাবেক কার্য করিবেন এবং উল্লিখিত শ্রমিকদিগের মজুরী রেজিস্টারভুক্ত করিতে হইবে এবং প্রয়োজনবোধে মজুরী শিল্প প্রদান করিতে হইবে।

- ৬। শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক তাহাদের বিভিন্ন পদে নিয়োজিত শ্রমিকদের (যাহাদের “খ” পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে) উক্ত পরিচ্ছেদে নির্ধারিত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম দিতে পারিবেন না।
- ৭। নির্ধারিত নিম্নতম মজুরী যাহা “খ” পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে তাহা সর্বোচ্চ মজুরী হিসাবে গণ্য হইবে না এবং বর্তমানে নির্ধারিত মজুরী অপেক্ষা কোথাও যদি অধিকতর হারে মজুরী প্রাপ্ত হইয়া থাকে তবে তাহা হ্রাস করা যাইবে না। অবশ্য নিয়োগকর্তা/মালিকপক্ষ ইচ্ছা করিলে নিজেদের উদ্যোগে এককভাবে বা যৌথ চুক্তি অনুযায়ী অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রমিককে বিশেষ বা অন্য কোন কারণে অধিক হারে মজুরী প্রদান করিতে পারিবেন।
- ৮। যদি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক শ্রমিকদেরকে ফুরগাভিত্তিক মজুরী দিয়া থাকেন তবে তাহাদের এই সুপারিশ অনুযায়ী তাহাদের মজুরীর হার এইরূপ হারে সংশোধন করিতে হইবে যাহাতে তাহারা বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত শ্রমিকদের (যাহা “খ” পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে) জন্য নির্ধারিত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম না হয়। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা শ্রমিকদের জন্য যেখানে যেভাবে বর্তমানে প্রচলিত আছে তাহা সেইভাবেই বলবৎ থাকিবে।
- ৯। অত্র সুপারিশ ১লা মার্চ, ১৯৮১ হইতে কার্যকরী হইবে এবং প্রদেয় বকেয়া দুই কিস্তিতে পরিশোধ করা যাইবে।

গোলাম মতুজা
মালিক পক্ষের সদস্য।

আলহাজ্ব এ, কে, জয়নুল আবেদীন
মালিক পক্ষের সদস্য।

আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
নিম্নতম মজুরী বোর্ড,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

বেলায়েত হোসেন
শ্রমিক পক্ষের সদস্য।

“ক” পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ডারটেকিং-এর যাত্রীবাহী ও মালবাহী যানবাহনের শ্রেণী বিভাগঃ

(১) মাল পরিবহন যানঃ

- (ক) শ্রেণী ৫ টন বা উর্ধ্ব
(খ) শ্রেণী ৩ টন কিন্তু ৫ টনের নীচে
(গ) শ্রেণী ৩ টনের নীচে।

(২) যাত্রী পরিবহন যানঃ

- (ক) শ্রেণী ৩৩ আসন এবং উর্ধ্ব
(খ) শ্রেণী ২৫ আসন হইতে ৩২ পর্যন্ত
(গ) শ্রেণী ১০ আসন হইতে ২৪ পর্যন্ত।

“খ” পরিচ্ছেদ

‘ক’ বিভাগ

নিম্নতম মজুরী।

শ্রমিক পদ ও শ্রেণী বিভাগ।	যাত্রীবাহী ও মালবাহী নড়ক যানবাহনের শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী					
	(১)(২) ক শ্রেণী		(১)(২) ঙ শ্রেণী		(১)(২) ঞ শ্রেণী	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১। দক্ষঃ						
দক্ষ ড্রাইভার	৮০০	৬৫০			৫৫০	
২। আধা-দক্ষঃ						
আধা-দক্ষ কম্পাঙ্কর।	৫২৫	৪৭৫			৪০০	
৩। অদক্ষঃ						
অদক্ষ হেল্পার।	৪০০	৪০০			..	

“খ” বিভাগ

নিম্নতম মজুরী

শ্রমিক পদবী/শ্রেণী বিভাগ	টাকা
গ্রেড-১ঃ ক্লার্ক/চেকার/সুপারভাইজার/কোশিয়ান	৪৫০
গ্রেড-২ঃ পিয়ন/দারওয়ান/নাইট গার্ড	৪০০

বাংলাদেশ নিম্নতম মজুরী বোর্ড

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ১০ই আগস্ট, ১৯৮১

নং মজুরী/পাট/১১/৮০/৪২৫-১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশের (১৯৬১ সনের অধ্যাদেশ নং ৩৯) ৫(২) ধারা মোতাবেক এবং ১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী আইনের ১৫(২) ধারার বিধি অনুযায়ী বাংলাদেশ নিম্নতম মজুরী বোর্ডের “সোপ এন্ড কসমেটিক” শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য প্রণীত নিম্নতম মজুরীর “খসড়া সুপারিশ” (এতদসঙ্গে প্রদত্ত) সাধারণের অবগতির জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তি মারফত জানান যাইতেছে।

এই খসড়া সুপারিশের উপর যদি কাহারো কোন আপত্তি/তথ্যভিত্তিক বক্তব্য থাকে তাহা হইলে উক্ত খসড়া সুপারিশসহ তাহাদের আপত্তি/তথ্যভিত্তিক বক্তব্য লিখিতভাবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে ১৪ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, ৪১/এ, চামেলীবাগ, ঢাকা-১৭ বরাবরে পাঠাইতে হইবে। উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পর বোর্ড প্রাপ্ত আপত্তি বা বক্তব্য বিবেচনাক্রমে সরকারের নিকট সুপারিশ উপস্থাপন করিবেন।

বাংলাদেশ নিম্নতম মজুরী বোর্ডের আদেশক্রমে

আবদুর রাস্তাক

চেয়ারম্যান,

নিম্নতম মজুরী বোর্ড।

সোপ এন্ড কসমেটিক শিল্প প্রতিষ্ঠান

খসড়া সুপারিশ, ১৯৮১ ইং।

১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশের (অধ্যাদেশ নং ৩৯) বিধান অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৮০ সনের ১৬ই অক্টোবর সোপ এন্ড কসমেটিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ধার্যকল্পে সরকারী বিজ্ঞাপিত নং এস,আর,ও, ৩৬৩-এল/৮০/এসচার/এম, ডিরিউ, বি-৩/৮০/৫১৬ মোতাবেক বোর্ড গঠন করেন এবং সরকারী বিজ্ঞাপিত নং এস,আর,ও-১০৬-এল/৮০/এসচার/এ-২/৮০/১২৬ মোতাবেক প্রয়োজনীয় তদন্তক্রমে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ধার্যের সুপারিশ করিবার জন্য বাংলাদেশ নিম্নতম মজুরী বোর্ডকে নির্দেশ দেন।

বোর্ড ১৯৭০ সনের সুপারিশের আলোকে এবং সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিবেচনাক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের কর্মাবস্থা, মজুরী রেজিস্টার, মালিকের মজুরী প্রদানের পদ্ধতি, অর্থনৈতিক অবস্থা, জীবিকা নির্বাহের ব্যয়সম্মত আরো কতিপয় বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন।

বোর্ড শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিকদের পক্ষ হইতে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করিয়া তাহার তদন্ত কার্য সম্পন্ন করেন এবং ১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশের ৫ ধারা মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট লিখিত সুপারিশ পেশ করিতেছেনঃ

- ১। বাংলাদেশে অবস্থিত সমস্ত সোপ এন্ড-কসমেটিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকদের জানামত পদ বা কাজসমূহকে তাহাদের কাজের প্রকৃতি, প্রশিক্ষণের ভারতম্য, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে দক্ষ, আধা-দক্ষ ও অদক্ষ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় যাহা অত্রসহ “ক” পরিচ্ছেদে বলা হইল।
- ২। এখন হইতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক “ক” পরিচ্ছেদে উল্লিখিত শ্রমিকদের পদ-বিন্যাস অনুযায়ী যথাযথ পদে সন্নিবেশিত করিয়া মজুরী রেজিস্টারভুক্ত করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে মজুরী স্টিপেন্ড প্রদান করিবেন।
- ৩। যদি কোন কারণে কোন পদ পরিচ্ছেদ “ক”-এ উল্লিখিত না হয় তবে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক অবশ্যই উক্ত পদ বা কাজের শ্রেণী নির্ধারণক্রমে এতদসংগে গ্রহিত “ক” পরিচ্ছেদে লিখিত নিম্নতম মজুরী প্রদান করিবেন এবং অনতিবিলম্বে এই সংশোধনের বিষয় নিম্নতম মজুরী বোর্ডের চেয়ারম্যানকে জানাইবেন।
- ৪। যদি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোন শ্রমিক কন্সট্রাক্টরের মাধ্যমে নিয়োজিত হইয়া মজুরী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তবে সেই শ্রমিক ১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশের ২(৯) ধারা অনুযায়ী “শ্রমিক” বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত নিয়োগকারী কন্সট্রাক্টরও মালিকের ন্যায় কার্য করিবেন।
- ৫। শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক তাহাদের বিভিন্ন পদে নিয়োজিত শ্রমিকদের (“ক” পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে) নির্ধারিত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম দিতে পারিবেন না। নির্ধারিত নিম্নতম মজুরী যাহা “ক” পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে তাহা সর্বোচ্চ মজুরী হিসাবে গণ্য হইবে না এবং বর্তমানে নির্ধারিত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কোথাও যদি অধিক হারে মজুরী দেওয়া হইয়া থাকে তবে তাহা হ্রাস করা যাইবে না। অবশ্য নিয়োগকর্তা/মালিক পক্ষ ইচ্ছা করিলে নিজেদের

উদ্যোগে একক বা যৌথভাবে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রমিকদের কোন বিশেষ এলাকার জীবন যাত্রার মান, ব্যয়, বন্টনিক বা অন্য কোন কারণে উচ্চ হারে মজুরী প্রদান করিতে পারিবেন।

- ৬। যদি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক শ্রমিকদেরকে ফরগণাভিত্তিক মজুরী দিয়া থাকেন তবে তাহাকে এই সুপারিশ মোতাবেক তাহাদের মজুরীর হার এইরূপ হারে সংশোধন করিতে হইবে যাহাতে তাহারা বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম না পায়।

আবদুর রাজ্জাক

চেয়ারম্যান,

নিম্নতম মজুরী বোর্ড,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

ডঃ তাহেরুল ইসলাম গোলাম মতুজা
নির্বাহী সদস্য। মালিক পক্ষের সদস্য।

এম এ, মাহান
শ্রমিক পক্ষের সদস্য।

“ক” পরিচ্ছেদ

শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণী বিভাগ	নিম্নতম মজুরী		
	মূল মজুরী টাকা	প্রান্তিক ভাতা টাকা	মোট টাকা
ক্রমিক :	৪৬০	২৪৩	৭০৩
১। প্রেস ম্যান			
২। টয়লেট প্রেসম্যান			
৩। ওয়াশিং প্রেসম্যান			
৪। ব্লেঞ্জার মেশিন ম্যান			
৫। মিলার মেশিন ম্যান			
৬। টয়লেট এবং ওয়াশিং ড্রাইং চেম্বার মেশিন ম্যান			
৭। বয়লার এটেনডেন্ট			
৮। বয়লার হেলপার			
৯। ইলেকট্রিশিয়ান			
১০। কার্পেন্টার			

শ্রমিক পদবী ও শ্রেণী বিভাগ।	নিম্নতম মজুরী		
	নিম্নতম মূল মজুরী	প্রান্তিক ভাতা	সর্বমোট
	টাকা	টাকা	টাকা
দক্ষ :	৪৬০	২৪৩	৭০৩
১১। ফিটার মিস্ত্রী			
১২। ওয়াশিং কাটিং মেশিন ম্যানে			
১৩। টয়লেট কাটিং মেশিন ম্যান			
১৪। ডাইস মিস্ত্রী			
১৫। অপারেটর।			
অধী-দক্ষ :	৩৫০	২১০	৫৬০
১। মার্ক ম্যান			
২। বয়লার এটেনডেন্ট হেলপার			
৩। নেইজার			
৪। সমস্ত মেশিন হেলপার			
৫। রোলার মেশিন হেলপার			
৬। ক্লোডার মেশিন হেলপার			
৭। মিজার মেশিন হেলপার			
৮। ওয়াশিং কাটিং হেলপার			
৯। টয়লেট কাটিং হেলপার।			
অন্যদক্ষ :	৩০০	১৯৫	৪৯৫
১। প্যাকারস			
২। ডেইলী লেবারস্।			

(কর্মসম্বন্ধ ২৬ দিনে এক মাস এবং কর্মসম্বন্ধ ৮ ঘণ্টার এক দিন হিসাবে গণ্য হইবে)